কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড় পাড়ে সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

জগদীশপুর বাওড় পাড়ে সরকারি জমিতে অবৈধ ভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এ স্থাপনা ভেঙ্গে দেন কোটচাঁদপুরের ইউনিয়ন (ভূমি) সহকারী কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্র জানা যায়, কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড়। সম্প্রতি বাওড়টি নতুন করে ইজারা দিয়েছেন সরকার। ওই বাওড় পাড়ে মাছের খাবার রাখার ঘর করেছিলেন ইজারাপ্রাপ্তরা। তবে ওই জায়গাটি ছিল সরকারি খাস জায়গা। খাস জায়গায় কেউ অবৈধ স্থাপনা তৈরি করতে পারে না।

ইজারাপ্রাপ্তরা ওই জায়গায় এ স্থাপনা তৈরি করছিল। খবর পেয়ে সোমবার সকালে কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা ভেঙ্গে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বাওড় ইজারাপ্রাপ্তদের পক্ষের জেলা পরিষদ সদস্য রাজিবুল কবির বলেন,আমরা বাওড় পাড়ে মাছের খাবারের ঘর করছিলাম। ওইটা নাকি সরকারের খাস জমি।

সেটি এলাঙ্গী ইউনিয়নের নায়েব শরিফুল ইসলাম এসে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমরা ডিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলার আগেই ভেঙ্গে দিয়েছেন। বিষয়টি ডিসি সাহেবকে জানিয়েছি।

তিনি বলেন, ওনারা আমাদের স্থাপনা না ভেঙ্গে সরিয়ে নিতে বলতেন বা আমাদের নৌটিশ করতেন। তারা না করে ভেঙ্গে ফেললেন।

কোটচাঁদপুরের গুড়পাড়া পুলিশ ফাঁড়ি উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, জানতে পারলাম বাওড় পাড়ে কে বা কাহারা অবৈধ স্থাপনা তৈরি করছেন। খবর পেয়ে ফাঁড়ির সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুল হামিদকে পাঠিয়ে ছিলাম। পরে আমি ও গিয়েছিলাম ঘটনাস্থলে।

ওখানে মানুষকে আমরা ওই সময় দেখতে পায়নি। তবে জানতে পারলাম বাওড় যারা ইজারা নিয়েছেন, তারাই বাওড় পাহারা ও মালামাল রাখার জন্য স্থাপনা তৈরি করছিল। এলাঙ্গী নায়েব শরিফুল ইসলাম এটা ভেঙ্গে দেন।

এলাঙ্গী ইউনিয়ন (ভূমি) সহকারী কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন,উদ্ধোতন কর্মকর্তা আমাদের যা বলেন আমাদের তাই করা লাগে। নির্বাহী স্যার আমাকে অবৈধ ভাবে বাওড় পাড়ের স্থাপনা ভেঙ্গে দিতে বলেন।আমি সে মোতাবেক ভেঙ্গে দিয়েছি।

তিনি বলেন, ওই সময় ঘটনাস্থলে কোন মানুষকে আমরা পায়নি। তবে জানতে পারলাম বাওড়ের ইজারাদাররা এই অবৈধ স্থাপনা তৈরি করছিল।

ঝিনাইদহে ঠান্ডা পানি আর স্যালাইন নিয়ে ঘুরছে কৃষকের মাঠে মাঠে- চেয়ারম্যান

তীব্র তাপদাহে মানুষের জীবণ যখন উষ্ঠাগত কৃষকরা তখন খাঁ খাঁ রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে তাদের সোনালী ধান গোছাতে ব্যস্ত। তখন ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ঠান্ডা পানি ও স্যালাইন হাতে ছুটে চলেছে মাঠে-মাঠে কৃষকের পিছে পিছে। ধানের ক্ষেত, ভুট্রার ক্ষেত, পাটের ক্ষেত যেখানেই যাকে পাচ্ছেন খাওয়াচ্ছেন স্যালাইনের পানি। হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন স্যালাইনের প্যাকেট ।

মানুষের জীবণ বাঁচাতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নিজেই নেমে পড়েছেন তৃষ্ণার্ত মানুষের পাশে। নিজের জীবণের তোয়াক্কা না করে ছুটে চলেছেন ইউনিয়নের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত । কথনও এ মাঠে তো কথনও ও মাঠে ক্ষেতের কৃষককে খাওয়াচ্ছেন ঠান্ডা স্যালইনযুক্ত পানি। এরপরও শেষ নয়, হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন ৫টি খাবার স্যালাইনের প্যাকেট সাথে সুস্থ থাকার সতর্কতামুলক লিফলেট।

এমনই ঘটনা গত ৭ দিন ধরে চোখে পড়ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নে। এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ এ কাজটি করছেন এই বৈরী আবহওয়ায় মানুষ যেন একটু স্বস্তি পায়, সুস্থ থাকতে পারে সেজন্য। এলাকার মানুষও তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

স্থানীয়রা বলেন, এর আগে এমন গরমও আমরা যেমন দেখিনি তেমনি চেয়ারম্যানের এমন উদ্যোগও এর আগে আমরা পাইনি, সবই এবারই প্রথম। এমন চেয়ারম্যান পেয়ে আমরা খুশি। সব সময় সে আমাদের বিপদে আপদে পাশে থাকে। এই রোদে, গরমে সে মাঠে এসে আমাদের ঠান্ডা পানি আর স্যালাইন খাওয়াচ্ছে, আবার বাড়ির জন্য দিয়েও দিচ্ছে। এই গরমে কাজ করতে করতে যখন গলা, বুক তৃষ্ণায় শুকিয়ে যাচ্ছে তখন চেয়ারম্যানের দেওয়া স্যালাইন পানি খেয়ে একটু স্বস্তি ফিরে পাচ্ছি, নতুন উদ্যোমে আবারও কাজে মনোনিবেশ করতে পারছি।

চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন,আমাদের দেশের সোনার মানুষ এই কৃষক। কৃষি প্রধান দেশে কৃষকই আমাদের সম্পদ। তারা এই গরমে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে। তপ্ত রোদে যখন মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেনা তখন আমাদের কৃষক ভাইয়েরা মাঠে কাজ করছে। এই মানুষগুলো এখন খুব বিপদে। এই বিপদে নিজেকে ঘরে রাখতে পারিনি। এমন কাজের সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তাদের হাসির মাঝে আমি আমার দেশের হাসি খুজে পায়, তাই এই মানুষ গুলোকে গরমে একটু স্বস্তি দিতেই আমি এই উদ্যোগ নিয়েছি। দীর্ঘ করোনাকালীন সময়েও মানুষের পাশে থেকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মানুষ আমার ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে।

গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রর্থী হিসাবে আবুল কালাম আজাদ প্রথম বারের মতো ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হিসাবে বিজয়ী হন ।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করে গৃহবধুকে হ*ত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার ইউনিয়নের বেলাট দৌলতপুর গ্রামের মৃত কাজী মশিয়ার রহমানের মেয়ে সাবিনা ইয়াছমিন লাকী। বাবা মায়ের ৬ সন্তানের মধ্যে লাকি ছিলো ৪ নম্বর সন্তান।

২০০২ সালে পারিবারিক ভাবে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম খানের ছেলে ফারুক হোসেনের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পরে দাম্পত্য জীবনে তাদের ২ টি সন্তানের জন্ম হয়। ২ সন্তান নিয়ে সুখেই চলছিলো তাদের সংসার। বিয়ের কয়েক বছর পর ২০১৯ সালে হঠাৎ লাকির কাছে ৫ লাখ টাকা যৌতুক দাবী করে ফারুক হোসেন। টাকা দিতে না পারায় বেধড়ক মারপিটসহ নানা ভাবে নির্যাতন শুরু করে যৌতুকলোভী ফারুক হোসেন। দিন দিন বাড়ে তার অত্যাচারের পরিমান। নির্যাতনের কারণে ওই সময় হাসপাতালে ভর্তি হতেও হয়েছিলো লাকিকে।

সেই সময় পরিবার থেকে শালিশী বৈঠক করে মিমাংসা করে দেয়। এরপর ও থেমে থাকেনি ফারুক হোসেন। দিনের পর দিন বাবার বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য মারধর নির্যাতন শুরু করে। বাবা ২০০৯ সালে মারা যাওয়ার পর সংসার ভার পরে তার ভাই জামিরুল ইসলামের উপর। যৌতুকলোভী ফারুক দিনের পর দিন যৌতুকের জন্য চাপ দিলে উপায় না পেয়ে লাকি ভাইয়ের কাছে চলে যায়। বোনের সুখের কথা চিন্তা করে ভাই জামিরুল মাঝে মাঝেই টাকা দিতো।

সর্বশেষ গত ১০ এপ্রিল আবারো যৌতুক দাবী করে ফারুক হোসেন। এবার লাকি টাকা আনার কথা অস্বীকার করলে শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। পিটিয়ে গুরুতর আহত করে হত্যা করে। পরে মুখে বিষ ঢেলে হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দিতে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে। পরিবার থেকে বিষয়টি জানার পর অভিযোগ করলে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা দিয়ে থানা মামলা নিতে অস্বীকার করে। পরে বিচারের আশায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে মামলা দায়ের করেছে তার ভাই জামিরুল ইসলাম।

ভাই জামিরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, টাকার জন্য আমার বোনকে হত্যা করা হয়েছে। আমি থানায় মামলা দিলে থানা মামলা নেয়নি। আমি আদালতে মামলা করেছি। আমি আমার বোন হত্যার বিচার চাই। আমি চাই আর কোন ভাই যেন যৌতুকের কারণে বোন হারা না হয়।

ঝিনাইদহে চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

“গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দূর্ঘটনা রোধ করি” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে পেশাজীবী গাড়ী চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ঝিনাইদহ সার্কেলের আয়োজনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব নাজনীন ওয়ারেস।

প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ খুলনা বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জি) মোঃ জিয়াউর রহমান।

এছাড়াও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মিথিলা ইসলাম, বিআরটিএ ঝিনাইদহ সার্কেলের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি) মোঃ আতিয়ার রহমান, পরিদর্শক (ইঞ্জি) এস এম সবুজ, (ইঞ্জি) তারিক হাসান, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর গোলাম মোর্শেদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩ শতাধীক পেশাজীবী গাড়ী চালক অংশ গ্রহন করেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় আইনগত সহায়তা

দিবস পালিত

“স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ।

এ উপলক্ষে রোববার সকালে জেলা জজ কোর্ট চত্বরে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম সাইফুল ইসলাম শান্তির প্রতিক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এর পর একই স্থান থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা আদালত চত্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সেসময় বক্তারা, বলেন স্মার্ট লিগ্যাল এইড বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে তৃষ্ণার্ত মানুষের মাঝে স্যালাইন ও ঠান্ডা খাবার পানীয় বিতরণ

তীব্র তাপদাহে পুড়ছে সারা দেশ, প্রতিদিনই ছাড়িয়ে যাচ্ছে অতীতের সব তাপমাত্রা রেকর্ড। ভূগর্ভস্থ পানি সংকটে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার। এই কারণে আবাদি জমি নিয়েও বেপাকে পড়েছে ঝিনাইদহের কৃষকেরা।

ঠিক এমন সময় এক মহতী উদ্যোগ নিয়ে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ঝিনাইদহের মডার্ণ মোড়ে অবস্থিত “শেল্টার সমাজকল্যাণ সংস্থা” শনিবার দুপুরে শহরের পাগলাকানাই এলাকায়

শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে তীব্র গরমে ঠান্ডা পানি, খাবার স্যালাইন সহ খাবার বিতরণ করে সংস্থাটির প্রতিনিধিরা।

তীব্র তাপদাহের শুরু থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তারা। এতে করে তীব্র তাপদাহে কিছুটা স্বস্থি পাচ্ছে রিকশাচালক, ভ্যানচালক ও শ্রমজীবী মানুষ। এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে সম্পৃক্ত হতে পারায় খুশি হয়েছেন শেল্টার সমাজকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম।

তিনি গণমাধ্যমকে বলেন যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা হত দারিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, এটি হতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ। করোনা কালীন সময়েও যখন সবাই ঘরে, আমরা অসহায় মানুষের জন্য মাক্স, স্যানিটাইজার সহ বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে যাতে করে অসহায় মানুষের ছিলাম। যাতে করে অসহায় মানুষের কিছুটা কষ্ট লাঘব হয়। এতে করে আমাদের উদ্যোগ কিছুটা হলেও তাদের শান্তি দিতে পারে।

খাবার পানি বিতরণে শেল্টার সমাজকল্যাণ সংস্থার পক্ষে ডেপুটি ডাইরেক্টর শেখ শাহানুর রেজা, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর রোখসানা খাতুন, ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেটর আহমেদ আলী, কাজী ইসরাত আহমেদ ভলেন্টিয়ার গন সহ আরও অন্যন্যারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে আগুনে পুড়ে ছাই কৃষকের শেষ অবলম্বন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের সুতলিয়া গ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কৃষক আবু বক্করের শেষ অবলম্বনটুকু। পুড়ে মারা গেছে ৫ টি মহিষ ও একটি গরু। আয়ের একমাত্র অবলম্বন পুড়ে ছাই হওয়ার পর পথে পথে ঘুরছেন কৃষক আবু বক্কর।

জানা যায়, পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িতে গরু আর মহিষের খামার করেছিলেন কৃষক আবু বক্কর। ৫ টি মহিষ ও ১টি গরু লালন-পালন করতেন তিনি। গত ২৪ এপ্রিল রাত সাড়ে ৮ টার দিকে হঠাৎ

তার গোয়ালে আগুন ধরে যায়। মুহুর্তে তার পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ততক্ষণে পুড়ে মারা যায় কৃষক আবু বক্করের ৫ টি মহিষ ও একটি গরু। পরদিন বাড়ির পাশের মাঠে মৃত গরু ও মহিষগুলো মাটিচাপা দেওয়া হয়।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আবু বক্কর বলেন, আগুনে আমার ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ছোট্ট খামার করেছিলাম্। আগুনে আমার সব শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন কি করব, কোথায় যাব। ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করব। আশা ছিলো গরু আর মহিষগুলো বড় করে বিক্রি করে যা লাভ হতো তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে বাড়তি টাকা দিয়ে সংসার চালাবো। এখন তো আমার সব শেষ। আমি পথে বসে গেছি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: মনোজিৎ কুমার মন্ডল বলেন, আগুনের কৃষক হোসেন আলীর অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কোন সহযোগিতা পেলে অবশ্যই তাকে দেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে তিনদিন ব্যাপী নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী

ঝিনাইদহে তিনদিন ব্যাপী মিনিবার নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির আয়োজনে ঝিনাইদহের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্ট গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় পুরুস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি হয়।

গত বুধবার সন্ধ্যার পরে এই খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। শহর এবং বিভিন্ন উপজেলার ১৬টি দল এই মিনিবার টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করে। প্রতিদিন রাত ২টা পযর্ন্ত হাজার হাজার দর্শক এই খেলা উপভোগ করেন। উদ্বোধনী দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীন উদ্দীন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, জেলা

রিপোর্টার ইউনিটের সভাপতি এম এ কাবিরসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তিব্র প্রতিযোগীতাপুর্ণ এই মিনি বার নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে দুধসর ফুটবল একাদশ, শৈলকুপা, চ্যাম্পিয়ন এবং ঝন্টু ফুটবল একাডেমি রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জণ করে। খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ২০হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল কে ১০ হাজার টাকা প্রাইজমানি উপহার দেওয়া হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি নিজাম জেয়ারদার বাবলু, কাঞ্চন নগর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদিপ কুমার বিশ্বাস, রিপোটার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম হিরো, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, ডিএসবির ওসি (অপারেশন) কামরুজ্জামন, বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির প্রকাশক মুলতাজম রহমান সাজন, উপদেষ্টা জাকির হোসেন, প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য আমিনুল ইসলাম লিটন, বাংলাদেশ বেতারের কোরবান আলী, প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকনুজ্জামান মিলন, সাহিত্য সম্পাদক মেহেদী হাসান জিকু, সাংবাদিক জাফর উদ্দীন রাজু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সাবির্ক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির চেয়ারম্যান ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি সুলতান আল একরাম।

ঝিনাইদহে বৈধ মদের দোকানে অবৈধ ক্রেতাদের ভিড়

ঝিনাইদহ শহরের সরকার অনুমোদিত দেশী মদের দোকানে চলছে মাদকের রমরমা বানিজ্য। সেখানে সরকারি লাইসেন্সধারী মাদকসেবীদের কাছে মদ বিক্রির কথা থাকলেও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ও উঠতি বয়সী যুবকদের কাছে দেদারসে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে রাস্তা ঘাটে মাদক সেবীদের মাতলামীর যন্ত্রনায় প্রায় নাজেহাল হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে এলাকাবাসী।

জানা গেছে, শহরে প্রায় শতাধিক লাইসেন্সধারী মদক্রেতা আছে। কিন্তু সেখানে তালিকা মেনে মদ বিক্রি করেন না বিক্রেতা। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল পর্যন্ত সেখানে চলে মাদকের আড্ডা। উঠতি বয়সী যুবক,স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেনিপেশার মানুষ মদ কিনতে আসে। আর এসব ঘটনা ঘটছে শহরের কবি গোলাম মোস্তফা সড়কের তাসলিম ক্লিনিকের বিপরীতে অবস্থিত স্মরজিৎ কুমার সরকারের লাইসেন্সধারী মদের দোকান সংলগ্ন তার বাড়িতে।

ঝিনাইদহের সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন জানান,গত কয়েক মাস ধরে শহরজুড়ে চুরি, ছিনতাই ও হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনা ঘটেই চলেছে। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ দ্রুত এর লাগাম টানতে না পারলে শহরে এর চেয়ে আরো ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে মাদক বিক্রেতা স্মরজিৎ সরকার জানান,আমি এখানে নিয়ম মেনেই মদ বিক্রি করি। মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অনুরোধে কিছু ব্যক্তিকে মদ দিতে হয়।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার জানান, এসব ঘটনা আমার জানা নেই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।

কোটচাঁদপুর গাছ কেটে বিক্রি ও কম্পাউন্ডের জমি লিজ দেওয়ার অভিযোগ

গাছ কেটে বিক্রি ও কম্পাউন্ডের জমি লিজ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মশিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে। তিনি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)কোটচাঁদপুর অফিসের কর্মকর্তা। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন,(বিটিসিএল) ঝিনাইদহের প্রকৌশলী আবু জাহিদ।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি

লিমিটেড (বিটিসিএল)কোটচাঁদপুর অফিসে গেল তিন বছর হল কর্মরত রয়েছেন,মশিয়ার রহমান। তিনি ওই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি এই কর্মস্থলে যোগদানের পর ওই কম্পাউন্ডের ভিতর থেকে এর আগে কাঠাল গাছ সহ বেশ কয়েকটি গাছ কেটে বিক্রি করে দেন। কম্পাউন্ডের জমি লিজ দিয়ে নিয়েছেন টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার বিক্রি করেছেন একটি একাশিয়া গাছ। যার আনুমানিক দাম ৪ হাজার টাকা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মশিয়ার রহমান বলেন,বিটিসিএল গাছ বিক্রি করতে পারেন। আর এ ঘটনাটি স্যার জানেন। স্যারের অনুমতি নিয়ে গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। আর টাকা স্যারকে দেয়া হয়। তবে তিনি জমি লিজ দেয়া ও অন্যান্য গাছ কেটে বিক্রির কথা অস্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড(বিটিসিএল) প্রকৌশলি আবু জাহিদ বলেন,গাছ কাটার সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। আর টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা না। তিনি বলেন,আমার বাড়ি এখানেই শৈলকূপায়। ঝিনাইদহের কল্পনা এমপি আছে,ওনাকে তো আপনারা চিনেন। আমরা ওই ফ্যামিলির ছেলে। আপনি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমরা কি ধরনের।

আবু জাহিদ আরো বলেন,মশিয়ার রহমান সাহেব এটা কোন রকম করতে পারেন না। ওনি এটা করে চাকুরীর বিধি লংঘন করেছেন। আমি ঘটনা নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলবো। এরপর তদন্ত শেষে ওনার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ঘটনাটি আমার জানা নাই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।